জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের শিশু ও যুব-বান্ধব সংস্করণ

শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০২৩

শিশু অধিকার সনদ কী?

- এটি এমন একটি চুক্তি যা সারা বিশ্বের শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল।
- বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ এই সনদে সম্মত হয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে এই সনদে সম্মত হয়েছিল। তখন থেকেই বাংলাদেশ শিশুদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে এবং তাদের জীবনযাপনে এসব অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে আসছে।
- এই সনদে, ১৮ বছরের কম বয়সী সকল শিশুর জন্য অধিকারের একটি সম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে। এই অধিকারগুলি সর্বদা সুরক্ষা এবং প্রচার করা হবে।
- এই সনদে বলা হয়েছে যে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র বা সরকার শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার এবং এই অধিকারগুলিকে সম্মান করার দায়িত্বে রয়েছে।

শিশু অধিকার সনদের মূল নীতিগুলি কী কী?

১. বৈষম্যহীনতা

- যেকোনো ধরণের বৈষম্য ছাড়াই প্রতিটি শিশুর অধিকারকে সম্মান করতে হবে। শিশুরা ছেলে না মেয়ে, তারা ধনী না দরিদ্র, তাদের ধর্ম, জাতিগত, বা ভাষা কী, অথবা তাদের বিশেষ চাহিদা আছে কিনা তা বিবেচ্য নয়। সকল শিশুরই সব অধিকার রয়েছে।

২. শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণ

- যখন শিশুদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন সনদ বলে যে শিশুর জন্য কী সর্বোত্তম তা নিয়ে চিন্তা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. বেঁচে থাকা, জীবনযাপন এবং বিকাশের অধিকার

- সনদ বলে যে সকল সরকারের উচিত শিশুদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য এবং শিশুদের সর্বোত্তম হতে সাহায্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

৪. অংশগ্রহণ

- শিশুদের প্রভাবিত করে এমন সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদের মতামত দেওয়ার এবং তাদের কণ্ঠস্বর শোনার অধিকার রয়েছে। শিশুদের মতামত সর্বদা গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত।

শিশু অধিকার সম্পর্কে শিশুদের জানা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- তুমি বুঝতে পারবে অধিকার কী, অধিকারের সাথে দায়িত্বও আসে, এবং তুমি কীভাবে অন্যদেরকে তাদের অধিকার অনুশীলনে সাহায্য করতে পারো।
- তুমি জানতে পারবে অন্যরা তোমার অধিকারের বিরুদ্ধে গেছে কিনা এবং কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।
- তুমি অন্য শিশুদের অধিকারকে সম্মান করবে কারণ তুমি জানো সব শিশুই একই অধিকার ভাগ করে নেয়।
- তোমার অধিকার আছে জেনে তুমি নিজের সম্পর্কে ভালো বোধ করবে।

শবনম মোস্তারী
প্রকল্প পরিচালক

০৩ অক্টোবর, ২০২৩
২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়